ধর্ষণের লাইসেন্স

মূল রচনা: ইনাম আহমেদ ও শাখওয়াত লিটন
প্রকাশ: ডেইলি স্টার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭
ভাবানুবাদ: মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট

মার্কিন সংবাদ সংস্থা এপির কাছে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী দ্বারা নির্যাতনের শিকার নানা বয়সী নারীরা তাদের লজ্জাজনক অভিজ্ঞতার কথাগুলো বলেছেন। তারা একবার বা দু'বার নয়, বরং বারবার ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই ঘটনাগুলো জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি প্রমিলা প্যাটেনের জন্য মায়ানমার সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাঠগড়ায় তোলার পথকে সুগম করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি তার সর্বশেষ ঢাকা সফরের সময় দিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র এখানে একটি সমস্যা আছে, এই একটি সমস্যাই মায়ানমার সৈন্যদের আন্তর্জাতিক আদালতের নেওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারে। আর সেই সমস্যাটা হলো– মায়ানমার আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত রোম সনদের (Rome Statute to the International Criminal Court) স্বাক্ষরকারী নয়। আইসিসি কেবল সেসব দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে পারে, যারা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং এই ধরনের অপরাধ করলেও তা সমাধানে বা তার বিচার নিশ্চিত করতে অনিচ্ছুক।

মায়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে এখন আইসিসিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন পেতে হবে, মায়ানমারের প্রতি চীন ও রাশিয়ার সমর্থন অব্যাহত থাকায় সে আশা খুবই ক্ষীণ।

তবুও, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মায়ানমারে মানবাধিকার লংঘনের স্পষ্ট স্বাক্ষ্য প্রমাণগুলোর ব্যাপক প্রচারণা আইসিসি'র প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এবং এটি মায়ানমার সামরিক জান্তার সামরিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থগুলোর উপর অর্থনৈতিক ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ওয়াশিংটনের আইন প্রণেতাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে পারে।

১৩ ই নভেম্বর গার্ডিয়ানের একটি প্রবন্ধে, রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি স্টিভ চ্যাবট এবং ডেমোক্রেটিক দলের প্রতিনিধি জোসেফ কভলি বলেন যে, এটিই খুব দ্রুত নিষেধাজ্ঞা আরোপের সময়।

অবশ্য তাঁরা যে সময়ের কথা বলেছিলেন, সেই সময় অনেক আগেই আসলে চলে গেছে।

২০১৪ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত এর মহাসচিবের প্রতিবেদনে ২০১৩ সালে মায়ানমারে 'ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংসতার কথা উল্লেখ করা হয়। ২০০২ সালে থাইল্যান্ড ভিত্তিক শান উইমেন্স অ্যাকশন নেটওয়ার্ক এবং শান হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন যৌথভাবে 'ধর্ষণের লাইসেন্স' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬২৫ জন নারী ও মেয়েকে ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট ১৭৩টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এগুলোর মধ্যে ৮৩% ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা, বেশির ভাগ সময়ই তাদের সৈন্যদের সামনে। প্রতিবেদনটি উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। কিন্তু এই বিষয়ে মায়ানমারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

এই ধরণের দুর্বৃত্তপনা অব্যাহত রাখলেও, দেশটির কর্তৃপক্ষকে আন্তর্জাতিক আদালতে হাজির করতে নিরাপত্তা পরিষদের পদক্ষেপের চেষ্টা আইসিসি করলেও, মায়ানমার সব সময়ই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। রোহিঙ্গা নিপীড়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহারের অভিযোগও তারা বেমালুম অস্বীকার করে আসছে।

মায়ানমার ২০০২ সালের আগস্টে 'ধর্ষণের জন্য লাইসেন্স' শীর্ষক উক্ত প্রতিবেদনটির বিষয়ে একটি তদন্ত পরিচালনা করে। সেনাবাহিনী দ্বারা যৌন সহিংসতার কোনও ঘটনা সংঘটিত হয়নি–এমন স্বাক্ষ্য দিতে কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ শান রাজ্যের মানুষকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয়। তাদের তথাকথিত সেই 'সাক্ষ্য'–এর সমর্থনে ভুয়া মিছিলেরও আয়োজন করা হয়।

মায়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ রেপোটিয়ার ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে এক প্রতিবেদনে বলেন, 'রাখাইন রাজ্যে গণধর্ষণ ও যৌন সহিংসতাসহ নিপীড়নের' ঘটনা বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং দোষীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা পালন করতে মায়ানমার পারেনি।

সে সময়, মায়ানমার আবারও তার সৈন্যদের দ্বারা রোহিঙ্গা নারীদেরকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে। মায়ানমার কর্তৃপক্ষ এটা প্রমাণ করার জন্য একটি ছলচাতুরিপূর্ণ তদন্তের আয়োজন করে। তারা জানায় যে, মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ এক তদন্তে ৫৪টি রোহিঙ্গা গ্রামের ২,৮১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষাৎকারে 'তথ্য পাওয়া যায়' যে, সেনাবাহিনী নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা বা যৌন নিপীড়ন করে নি।

অথচ বাস্তবতা অন্য কথাই বলে– মায়ানমার সেনাবাহিনী সবসময়ই ধর্ষণকে যুদ্ধের একটি প্রচলিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এটি যুদ্ধ বা সংঘর্ষের 'উপজাত' নয় বরং সুপরিকল্পিত সামরিক কৌশল। ১৯৭১–এ বাংলাদেশে বা বসনিয়ায়, জাপানি সৈন্যবাহিনী দ্বারা ১৯৩৭ সালে চীনের দখলকৃত নানকিংয়ে সুপিরকিল্পিত সামরিক কৌশল হিসেবে ধর্ষণকে এভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

মায়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি ২০১১ সালের মে মাসে নোবেল ওইমেন ইনিশিয়েটিভ সম্মেলনে দেওয়া তাঁর বক্তব্য ভুলে যেতে পারেন না। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশে যারা কেবলমাত্র শান্তিতে বাস করতে চায়, যারা শুধুমাত্র তাদের মৌলিক মানবাধিকার দাবি করে, তাদের বিরুদ্ধেই ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ধর্ষণ হয় ব্যাপক ভাবে। এটি সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক আমাদের দেশকে বিভক্ত করার জন্য এবং নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে ভয় দেখানোর একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।